بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন -২৪

পরিবেশনায় النصر AN-NASR

জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৯ হিজরী

আল-গুতা ও হলোকাষ্ট

ইহুদীজাতি, পূর্ব-পশ্চিম উভয় প্রান্তের কুফরী বিশ্ব, তাদের দাসানুদাস, আরব ও আজমের মুরতাদগোষ্ঠী, তথা আমাদের নেতৃবৃন্দ বহু বছর ধরে কথিত হলোকাষ্ট ট্রাজেডির কথা জোরেসোরে বলছে। এমনকি সর্বশেষে ওআইসির প্রধান নির্বাহি, সৌদ পরিবারের সম্পদশালী মুরতাদ প্রশাসকও এক করুন নাটকের মাধ্যমে আমাদেরকে ইহুদীদের করুণ অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পরে লেগেছে। অথচ এই নাটকের বারবার প্রদর্শনীতে ইহুদীদের সাহায্যকারী কাফেররা পর্যন্ত এখন বিরক্ত!

একই সময়ে খৃষ্টীয় গীর্জার পোপ তার বার্মা সফর শেষ করেছেন। এ সফরে তিনি সেখানে চালানো জাতিগত নিধন সম্পর্কে ঠোট নাড়িয়েও সামান্য নিন্দা প্রকাশ করেননি। অথচ এই হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে আমাদের মুসলিম অধীবাসীদের উপর। পোপের সফর চলাকালীন সময়ে এই তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবুও পোপ তার পক্ষ থেকে মুশরিক বৌদ্ধদের অনুভুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এই হত্যাযজ্ঞ নিয়ে কিছু বলেননি। এই মুশরিক বৌদ্ধরা মুসলিম ভাইদের এত রক্তপাত করেও পরিতৃপ্ত হয়নি।

মুসলিমগণ বহু দশক ধরেই এমন নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে। এমন হত্যাযজ্ঞের নজির মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইরাক, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও মুনাফিক বিশ্বের এত ক্রোধ এর আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

আমাদের অবস্থা এখন তাই যা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন-

অতিসত্তর সমস্ত জাতি-গোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে, যেমন আহারকারীরা পরস্পরকে দস্তরখানের দিকে ডাকে। জনৈক লোক বলে উঠল: সে সময় আমরা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে? তিনি বললেন: বরং তোমরা সে সময় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া লতাগুল্মের ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন। আর তোমাদের অন্তরে ওয়াহহান ঢেলে দিবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! ওয়াহহান কী? বললেন: দুনিয়ার ভালবাসা ও মৃত্যুর ভয়।

আজ সমস্ত মুসলমান দেখছে, গুতায় মুসলিম শিবিরের অসহায় মুসলিমদের উপর কী হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচার চালানো হচ্ছে। যুলুমের চিত্র দেখলে কলিজা ফেটে যায়, হৃদয় স্পন্দিত হয়।

কুফরী বিশ্বের সহযোগীতা নিয়ে নুসাইরী শিয়াগোষ্ঠী নারী, অবুঝ শিশু বা অশীতিপর বৃদ্ধকেও তাদের যুলুম থেকে বাদ দিচ্ছে না। রাসায়নিক অস্ত্র ও বোমাসহ সকল প্রকার অস্ত্র দিয়ে বোমা বর্ষণ, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস ও বিরানকরণ চলছে। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক।

সকল দল, সংগঠন ও সরকারগুলো নুসাইরিদের সাথে প্রকাশ্য তাল মিলিয়ে চলছে। এদের মাঝে সেই সবচেয়ে কম অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, যে এর কারণে গভীর উদ্বেগে আছে। তাদের সর্বোচ্চ ভূমিকা হল, সংকোচের সাথে এর নিন্দা জ্ঞাপন করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন: যখন তোমরা নিজেদের মাঝে সন্দেহজনক ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ ধরবে, কৃষি নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে পড়বে আর জিহাদকে ছেড়ে দিবে, তখনই আল্লাহ তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে।

আমরা যে লাঞ্ছনা ও হীনতার মধ্যে আছি, এ হাদিসে সেই রোগ ও প্রতিকার উভয়টির কথাই উল্লেখ আছে। রোগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং চিকিৎসার দিকনির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। তাই জিহাদ ব্যতিত কোন সমাধান নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك

"সুতরাং (হে নবী!) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার নেই।"[সুরা নিসা-৮৪]

হে আত্মমর্যাদাশীল মুসলিম! তুমি সেই পশুরাজ সিংহের ন্যায় দাড়িয়ে যাও, যে পরাজয় ও অসম্মানকে মেনে নেয় না। মাথা হাতের তালুতে রেখে মৃত্যুর সম্ভাব্য স্থানে ঘুরে বেড়াও - আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের দ্বীন ও উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য।

ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত সকল দল ও সংগঠনকে একথা ভালভাবে বুঝতে হবে যে- এখনই সময় ঐক্য গড়ার, সকল প্রচেষ্টাগুলো এক করার এবং সকলের কার্যপরিল্পনার মাঝে সমন্বয় করার। যেন সর্বক্ষেত্রে কাফেরদের সীমালঙ্ঘন প্রতিহত করা যায়। কারণ আজ গুতায় বর্বরতা চলছে, আগামীকাল রিয়াদে হবে, পরশু রিবাতে হবে, এভাবে চলতেই থাকবে...।

দ্বীনের খেদমত হবে, নিপীড়িতদের প্রতিরক্ষা হবে এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের চক্রান্তের জবাব দেওয়া হবে এমন যেকোন কাজে সাহায্য-সহযোগীতা করার জন্য মুজাহিদগণের অন্তরগুলো উম্মুক্ত এবং হাতগুলো বিস্তৃত।

যে গুলির নল শত্রুর গলার দিকে করা হয়নি, যে কথা মুসলিমদের ঐক্যের দিকে আহবান করে না এবং জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না, এমন প্রতিটি গুলি ও প্রতিটি কথার জন্য কিয়ামতের দিন আমাদের থেকে হিসাব নেওয়া হবে।

তাই হে মুসলিম মুজাহিদ ভাই! সতর্ক থাকুন, যেন আপনিই মুসলিমদের ভোগান্তি, তথা জুলুম ও নির্যাতনের কারণ না হন। যে জিহাদ মুসলিমদের রক্ষা করবে এবং তাদের মজলুমদের সাহায্য করবে, সে জিহাদের ব্যাপারে আপনার দ্বারা মানুষের মধ্যে যেন ঘৃণা সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

হে শামের মুজাহিদগণ! আপনারা নিজেদের মধ্যকার মতবিরোধগুলো ভুলে যান। এগুলোকে পিছনে ফেলে রাখুন। কারণ পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটাপন্ন। উম্মত প্রতীক্ষায় আছে। আপনি উম্মতের আদর্শ হোন। গুতায় আপনার নিজ জাতিকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। সকলে মিলে এক ব্যক্তির ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যান এবং আল্লাহকে সাহায্য করুন, তাহলে তিনিও আপনাদেরকে সাহায্য করবেন।

হে আল্লাহ! হে অসহায়দের সাহায্যকারী! আপনি মুজাহিদগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দিন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকদেরকে তাদের দায়িত্বশীল বানান এবং আপনার পক্ষ থেকে সাহায্য দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করুন।

হে আল্লাহ! হে জালিমদের পরাভূতকারী! আপনি জালিমদেরকে ধ্বংস করুন, তাদের ঐক্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিন এবং তাদের মাঝে আপনার কুদরতের কারিশমা দেখান।